BENGALI TRANSLATION of the Department for Education statutory guidance for schools and colleges:

Keeping children safe in education 2025

Part one: Information for all school and college staff

Find KCSIE Part 1 translated into 13 community languages at **kcsietranslate.lgfl.net**

NB This translation goes up to and includes the diagram on page 20 of part one

Department for Education

শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুদের সুরক্ষিত রাখা 2025

স্কুল এবং কলেজের জন্য বিধিবদ্ধ নির্দেশিকা। প্রথম ভাগ: সমস্ত স্কুল এবং কলেজ কর্মীদের জন্য তথ্য

সেপ্টেম্বর 2025

সামগ্রী

সারাংশ 3

এই নির্দেশিকা সম্পর্কে 3

প্রথম ভাগ: সমস্ত কর্মীদের জন্য সুরক্ষার তথ্য 4

স্কুল এবং কলেজের কর্মীদের কি জানা এবং করা উচিত 4

সুরক্ষা প্রদান করার উদ্দেশ্যে একটি শিশুকেন্দ্রিক এবং সমন্বিত পদ্ধতি 4

স্কুল এবং কলেজের কর্মীদের ভূমিকা 4

স্কুল এবং কলেজের কর্মীদের যা জানা দরকার 5

স্কুল এবং কলেজের কর্মীদের কিসের সন্ধান করা উচিত 9

সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা 11

কোনও অপ্রাপ্তবয়স্কর সম্পর্কে উদ্বেগ থাকলে স্কুল এবং কলেজের কর্মীদের কি করা উচিত 20

শীঘ্র সাহায্যের মূল্যায়ন 21

অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিধিবদ্ধ সোশাল কেয়ারের মূল্যায়ন এবং পরিষেবা 23

রেকর্ড রাখা 25

এসব কেন গুরুত্বপূর্ণ? 25

স্কুল এবং কলেজের কর্মীদের অন্য সুরক্ষা সম্পর্কে উদ্বেগ থাকলে বা অন্য কর্মীসদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে কি করা উচিত 26

স্কুলে বা কলেজের মধ্যে সুরক্ষা ব্যবস্থার বিষয়ে উদ্বেগ থাকলে স্কুল বা কলেজের কর্মীদের কি করা উচিত 28

কোনও শিশু সম্পর্কে উদ্বেগ থাকলে করণীয় পদক্ষেপ 20

সারাংশ

শিশুদের কল্যাণ রক্ষার্থে ও সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য দায়িত্ব পালন করার সময় ইংল্যান্ডের স্কুল এবং কলেজগুলি অবশ্যই শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুদের নিরাপদ রাখার বিধিবদ্ধ নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে।

স্কুল বা কলেজে কর্মরত **প্রত্যেকেরই** তাদের সুরক্ষার দায়িত্ব অবশ্যই বোঝা দরকার। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এবং স্বত্বাধিকারীদের নিশ্চিত করা উচিত, যেসব কর্মী সরাসরি শিশুদের সঙ্গে কাজ করেন তারা যেন অন্তত নির্দেশিকার প্রথম অংশ পড়েন।

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এবং স্বত্বাধিকারীদের মধ্যে যারা তাদের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের দল এবং বিশেষত তাদের মনোনীত সুরক্ষাভারপ্রাপ্ত নেতৃত্বের সাথে কাজ করেন, তাদেরকে নিশ্চিত করা উচিত যে যেসব কর্মী সরাসরি শিশুদের সাথে কাজ করেন না, তারা যেন পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের প্রথম ভাগ বা পরিশিষ্ট A (প্রথম ভাগের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ) পড়েন। এটি সম্পূর্ণরূপে স্কুল বা কলেজের বিষয় এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের কল্যাণ রক্ষায় এবং প্রসারে তাদের কর্মীদের জন্য কোন নির্দেশিকা সবচেয়ে কার্যকর হবে তা তাদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে ঠিক করা হবে।

KCSIE'র সম্পূর্ণ সংস্করণ এখানে পাওয়া যাবে: Keeping children safe in education - GOV.UK (শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুদের সুরক্ষিত রাখা - GOV.UK)

এই নির্দেশিকা সম্পর্কে

আমরা এই নির্দেশিকা জুড়ে "**অবশ্যই**" এবং "**উচিত**" শব্দগুলি ব্যবহার করি। কোনও ব্যক্তির আইনত কোনও কিছু করা বাধ্যতামূলক বোঝালে আমরা "অবশ্যই" শব্দগুলি ব্যবহার করেছি এবং আমরা সেইসব ক্ষেত্রে "**উচিত**" কথাটি ব্যবহার করেছি, যেসব ক্ষেত্রে কোনো পরামর্শ অনুসরণ করা **উচিত**, যদি না তা অনুসরণ না করার যথেষ্ট কারণ থাকে।

প্রথম ভাগ: সমস্ত কর্মীদের জন্য সুরক্ষার তথ্য

স্কুল এবং কলেজের কর্মীদের কি জানা এবং করা উচিত

সুরক্ষা প্রদান করার উদ্দেশ্যে একটি শিশুকেন্দ্রিক এবং সমন্বিত পদ্ধতি

1. স্কুল এবং কলেজ আর তাদের কর্মীরা অপ্রাপ্তবয়স্কদের বৃহত্তর সুরক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই সিস্টেমটি সংবিধিবদ্ধ নির্দেশিকা শিশুদের সুরক্ষিত রাখার জন্য একসাথে মিলে কাজ করা-তে বর্ণিত হয়েছে।

2. শিশুদের কল্যাণ রক্ষা ও প্রসার করা প্রত্যেকেরই দায়িত্ব। 'অপ্রাপ্তবয়স্ক' বলতে 18 বছরের কম বয়সী প্রত্যেকে অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকে যারা শিশু এবং তাদের পরিবারের সংস্পর্শে আছেন, তাদের ভূমিকা রয়েছে। এই দায়িত্বটি কার্যকরভাবে সম্পন্ন করার জন্য, সমস্ত অনুশীলনকারীদের নিশ্চিত করা উচিত যে তাদের পদ্ধতি যেন অপ্রাপ্তবয়স্ক কেন্দ্রিক হয়। এর মানে হল তাদের সবসময় শিশুটির সেরা স্বার্থের কথা বিবেচনা করা উচিত।

3. কোনও একক অনুশীলনকারীর পক্ষে একটি অপ্রাপ্তবয়স্কর সমস্ত প্রয়োজন ও পরিস্থিতির বিষয়ে জানা সম্ভব নয়। শিশু এবং পরিবারগুলিকে সঠিক সময়ে সঠিক সহায়তা দিতে চাইলে, যারা তাদের সংস্পর্শে আছেন, তাদের প্রত্যেককে উদ্বেগ শনাক্ত করার, তথ্য জানানোর এবং অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে হবে। অপ্রাপ্তবয়স্কদের কল্যাণ রক্ষা ও প্রচার করার এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:

- সমস্যা যখনই দেখা গেছে তখনই এতটুকু দেরি না করে শিশুদের প্রয়োজন পূরণ করতে উপযুক্ত সহায়তা ও সমর্থন প্রদান করা
- শিশুদের অপব্যবহার ও খারাপ অভিজ্ঞতার হাত থেকে রক্ষা করা, তা সে ঘরের বাইরে বা ভিতরে যেখানেই হোক না কেন, এমনকি এর মধ্যে অনলাইন মাধ্যমও পড়ে
- অপ্রাপ্তবয়স্কদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য বা বিকাশের প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ
- নিরাপদ ও কার্যকরী পরিচর্যার বিধান অনুসারে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থায় শিশুদের বড় হয়ে ওঠা নিশ্চিত করা
- সেরা ফলাফল পেতে সমস্ত শিশুদের সক্রিয় করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ

স্কুল এবং কলেজের কর্মীদের ভূমিকা

4. স্কুল এবং কলেজের কর্মীরা যেহেতু শীঘ্র উদ্বেগ শনাক্ত করতে পারেন, অপ্রাপ্তবয়স্কদের সহায়তা প্রদান, অপ্রাপ্তবয়স্কদের কল্যাণের প্রসার এবং উদ্বেগ যাতে না বাড়ে তার ব্যবস্থা নিতে পারেন সেহেতু তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

5. শিশুদের জন্য সুরক্ষিত শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা সকল কর্মচারীদেরই দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

6. সকল কর্মীকে এমন শিশুদের শনাক্ত করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে যারা প্রারম্ভিক সাহায্য থেকে উপকৃত হতে পারে।[1] প্রারম্ভিক সাহায্যের অর্থ হল শিশুর জীবনের সবচেয়ে ছোট অবস্থা থেকে শুরু করে তার কিশোরাবস্থা পর্যন্ত যেকোনও সময়ে যেকোনও ধরনের সমস্যা দেখা দেওয়ার সাথে সাথে সহায়তা প্রদান করা।

7. যেসব কর্মী সদস্য যার বাচ্চাদের কল্যাণ সম্পর্কে কোনও উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা রয়েছে, তাদের 49-55 নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রক্রিয়াগুলি অনুসরণ করে চলতে হবে। আশা করা হয় যে কর্মীদের যে কোন রেফারেল অনুসারে সমাজকর্মীদের এবং অন্যান্য সংস্থাকে সহায়তা করবে।

8. প্রতিটি স্কুল এবং কলেজে একটি নির্দিষ্ট করা সুরক্ষা প্রদানকারী নেতৃত্ব থাকা উচিত যারা সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মীদের সুরক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্বগুলি পালনের ক্ষেত্রে তাদের সহায়তা করবেন এবং যারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের শিশুদের সামাজিক যত্ন প্রদানের মতো মতো অন্যান্য পরিষেবাগুলির কার্যক্রমের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক রেখে চলবেন।

9. এই মনোনীত সেফগার্ডিং লীড (এবং কোন ডেপুটি) সম্ভবত সুরক্ষার সম্পূর্ণ বিষয়টি বুঝবেন এবং সুরক্ষা সংক্রান্ত উদ্বেগে প্রতিক্রিয়ায় পরামর্শ দেওয়ায় তিনি সর্বোপযুক্ত ব্যক্তি হবেন।

10. শিক্ষকদের মান 2012-তে বলা হয়েছে যে শিক্ষকরা (যার মধ্যে প্রধান শিক্ষকেরাও অন্তর্ভুক্ত) তাদের পেশাগত কর্তব্যের অঙ্গ হিসেবে শিশুদের কল্যাণ রক্ষা করবে এবং শিক্ষার পেশায় জনসাধারণের আস্থা বজায় রাখবে।[2]

স্কুল এবং কলেজের কর্মীদের যা জানা দরকার

11. স্কুল ও কলেজের অন্তর্গত যেসব সিস্টেম এই সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে সেগুলির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সমস্ত কর্মচারীদের সচেতন থাকতে হবে এবং কর্মচারীদের নিয়োগ করার সময়ই সংস্থার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করার অঙ্গ হিসাবে তাদের এইসব বিষয় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে। এর মধ্যে এইগুলি থাকা উচিত:

- অপ্রাপ্তবয়স্ক সুরক্ষা নীতি (যাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্কর দ্বারা অপ্রাপ্তবয়স্ক লাঞ্ছনা সামলানোর নীতি এবং প্রক্রিয়াও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত)
- আচরণ সংক্রান্ত নীতি (যার মধ্যে শাসানি বা হয়রানি প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যার মধ্যে সাইবার হয়রানি, পক্ষপাতদুষ্ট এবং বৈষম্যমূলক হয়রানিও পড়ে)।[3]
- কর্মীদের আচরণ নীতি (কখনও কখনও আচরণবিধিও বলা হয়) অন্যান্য বিষয়গুলির ক্ষেত্রেও থাকা উচিত, যার মধ্যে নিম্ন-স্তরের উদ্বেগ, কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং হুইসেলব্লোয়িঙ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত

[1]প্রারম্ভিক সাহায্যের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য Working Together to Safeguard Children (শিশুদের সুরক্ষিত রাখার জন্য একসাথে মিলে কাজ করা) লিঙ্কে পাওয়া যেতে পারে।

[2] 'Teachers' Standards (শিক্ষকদের মান) এগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য: QTS এর জন্য কর্মরত প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী; সমস্ত শিক্ষক যারা তাদের বিধিবদ্ধ ইন্ডাকশন সময়সীমা সম্পূর্ণ করেছেন (নবীন যোগ্যতাপ্রাপ্ত শিক্ষক [NQT]); এবং মেইনটেইনড বিশেষ স্কুল সহ মেইনটেইনড স্কুলে যে শিক্ষকেরা এডুকেশন (স্কুল টীচার্স অ্যাপ্রেইজাল) (ইংল্যান্ড) বিধি 2012-এর আওতায় পড়েন।

[3] সমস্ত স্কুলকে নিজেদের জন্য একটি আচরণ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করতে হবে (সম্পূর্ণ বিবরণ here (এখানে)) দেওয়া আছে। কোন কলেজ আচরণ নীতি রাখতে চাইলে তা উপরের বর্ণনা অনুযায়ী কর্মীদের প্রদান করা উচিত।

- বিশেষ করে বারংবার এবং/অথবা দীর্ঘ সময় ধরে যেসব শিশু শিক্ষাঙ্গনে অনুপস্থিত থাকে, তাদের জন্য সুরক্ষা প্রদান করা সুনিশ্চিত করা
- নির্দিষ্ট করা সুরক্ষা প্রদানকারী নেতৃত্বের ভূমিকা (নির্দিষ্ট করা সুরক্ষা প্রদানকারী নেতৃত্ব এবং তার অধীনস্থ যেকোনও কর্মীর পরিচয় সহ)

নীতিমালার অনুলিপি এবং এই নথির প্রথম ভাগের একটি অনুলিপি (অথবা উপযুক্ত মনে হলে পরিশিষ্ট A) ভর্তির সময় **সমস্ত** কর্মীদের দেওয়া উচিত।

12. সমস্ত কর্মীদের চাকরিতে নিয়োগ করার পরে তাদের যথাযথ সুরক্ষা প্রদান ও শিশুদের সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ (এর মধ্যে অনলাইনে সুরক্ষিত থাকার মতো সেইসব বিষয় পড়ে যেগুলির মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে এগুলি নিয়েও আলোচনা করা হয়, যেমন - কোনও প্রত্যাশার বিষয়কে বোঝা, ফিল্টার ও মনিটর করার সাথে সম্পর্কিত প্রযোজ্য ভূমিকা ও দায়িত্ব ইত্যাদি – অতিরিক্ত তথ্য পেতে KCSIE-এর প্যারাগ্রাফ 140 দেখুন) দিতে হবে। এই প্রশিক্ষণ নিয়মিত আপডেট করা উচিত। এছাড়াও, প্রয়োজন অনুযায়ী, সব কর্মচারীদের সুরক্ষা প্রদান করা ও শিশুদের সুরক্ষা সংক্রান্ত (অনলাইন সুরক্ষা সহ) আপডেট (উদাহরণস্বরূপ, ইমেল, ই-বুলেটিন ও কর্মীদের জন্য আয়োজিত মিটিংয়ের মাধ্যমে প্রদান করা) গ্রহণ করতে হবে এবং অন্তত বছরে একবার এই প্রশিক্ষণ নিতে হবে যাতে তাদের সেইসব প্রাসঙ্গিক দক্ষতা ও জ্ঞান প্রদান করা যায় যার মাধ্যমে তারা কার্যকরীভাবে শিশুদের সুরক্ষা প্রদান করতে পারবেন।

13. প্রত্যেক কর্মচারীকে তার সংশ্লিষ্ট প্রারম্ভিক সহায়তা প্রক্রিয়া ও এই ব্যাপারে তাদের ভূমিকার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

14. সব কর্মীদের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের শিশুদের সামাজিক যত্ন ও বিধিবদ্ধ মূল্যায়নের[4] জন্য চিলড্রেনস অ্যাক্ট 1989 অনুযায়ী রেফারাল করার প্রক্রিয়ার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে, বিশেষ করে অনুচ্ছেদ 17 (সহায়তার প্রয়োজন থাকা শিশুরা) এবং অনুচ্ছেদ 47 (এমন কোনও শিশু যে কোনও ক্ষতির কারণে কষ্ট পাচ্ছে বা কষ্ট পেতে পারে) যাতে কোনও রেফারাল অনুসরণ করা হতে পারে এবং তার সাথে এই ধরনের মূল্যায়নে প্রত্যাশা মতো যে ভূমিকা তারা পালন করবেন সেই ভূমিকার বিবরণও এতে দেওয়া হয়।

15. কোনও বাচ্চা তাকে লাঞ্ছনা, নিপীড়ন বা অবহেলা করা হচ্ছে বলে জানালে কী করণীয় তা সকল কর্মীদের জানতে হবে। গোপনীয়তার যথাযথ মাত্রা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন কর্মীদের তা অবশ্যই জানা উচিত। এর অর্থ শুধু তাদের জড়িত রাখতে হবে যাদেরকে জড়ানো দরকার, যেমন মনোনীত সুরক্ষাপ্রধান (বা একজন ডেপুটি) এবং লোকাল অথরিটির চিল্ড্রেনস সোশাল কেয়ার। কর্মীর কখনই অপ্রাপ্তবয়স্ককে প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত নয় যে তিনি কাউকে লাঞ্ছনার রিপোর্টের কথা বলবেন না, কারণ তা ঐ অপ্রাপ্তবয়স্কর সেরা স্বার্থে নাও হতে পারে।

16. সমস্ত কর্মীদের ভুক্তভোগীদের আশ্বস্ত করতে পারা উচিত যে তাদের কথায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের সমর্থন করা এবং নিরাপদ রাখা হবে। এই ধরনের অত্যাচারের শিকার বাচ্চাটিকে কখনই এমন ধারণা দেওয়া উচিত নয় যে সে কোনও রকমের লাঞ্ছনা এবং/অথবা অবহেলার কথা অভিযোগ করে কোনও সমস্যা তৈরি করছে। রিপোর্ট করার জন্য কোনো ভুক্তভোগীকে কখনোই লজ্জিত বোধ করানো উচিত নয়।

[4] বিধিবদ্ধ মূল্যায়ন সম্পর্কে বিশদ বিবরণ Working Together to Safeguard Children (শিশুদের সুরক্ষিত রাখার জন্য একসাথে মিলে কাজ করা) লিঙ্ক থেকে পাওয়া যাবে।

17. সমস্ত কর্মীদের উচিত যে বাচ্চারা যে নির্যাতিত, শোষিত বা অবহেলিত হচ্ছে সে কথা কাউকে বলতে প্রস্তুত নাও থাকতে পারে বা কীভাবে বল বে তা নাও জানা থাকতে পারে এবং/অথবা তারা তাদের অভিজ্ঞতাকে ক্ষতিকারক বলে মনে নাও করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অপ্রাপ্তবয়স্করা বিব্রত বোধ করতে পারে, অপমানিত হতে পারে বা হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। তাদের দুর্বলতা, অক্ষমতা এবং/অথবা যৌন অভিযোজন বা ভাষার ক্ষেত্রে বাধার কারণে এমন হতে পারে। যদি কর্মীরা কোন অপ্রাপ্তবয়স্কর বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকে তাহলে এই কারণ কর্মীদের পেশাদারী কৌতূহল রাখা এবং মনোনীত সেফগার্ডিং লিডের সাথে কথা বলায় বাধাদায়ক হওয়া উচিত নয়। এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে কর্মীরা অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিশ্বস্ত পাত্র/পাত্রী হওয়ার সেরা উপায় নির্ধারণ করতে হবে যাতে অপ্রাপ্তবয়স্ক ও যুবকদের সাথে কথাবার্তার সুবিধা হয়।

স্কুল এবং কলেজের কর্মীদের কিসের সন্ধান করা উচিত

শীঘ্র সাহায্য

18. যেকোনও বাচ্চা প্রারম্ভিক সাহায্য পেয়ে উপকৃত হতে পারে, তবে সমস্ত স্কুল এবং কলেজের কর্মীদের, বিশেষ করে, এমন বাচ্চার জন্য প্রারম্ভিক সাহায্য প্রদান করার সম্ভাব্য প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, যারা:

- যে অক্ষম বা যার নির্দিষ্ট কোনো স্বাস্থ্যের সমস্যা আছে এবং কিছু অতিরিক্ত চাহিদাও রয়েছে
- যার বিশেষ শিক্ষাগত চাহিদা আছে (তাদের বিধিবদ্ধ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা পরিকল্পনা থাকুক আর নাই থাকুক)
- যার মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন আছে
- যদি অল্প বয়সে কারও দেখাশোনা করে
- যে অপরাধী দলে জড়িত হওয়া এবং সংগঠিত অপরাধ বা অসামাজিক দল ও মাদক পাচার গোষ্ঠীসহ, অসামাজিক বা অপরাধের পথে যাওয়ার লক্ষণ দেখায়
- প্রায়শই শিক্ষা, বাড়ি বা পরিচর্যা বা যত্নের সেন্টার থেকে অনুপস্থিত থাকে/কাউকে না জানিয়ে সেখান থেকে চলে যায়
- একাধিকবার সাসপেনশন করা হয়েছে, স্কুল, কলেজ এবং বৈকল্পিক ব্যবস্থা বা ছাত্র-ছাত্রী রেফারাল ইউনিট থেকে স্থায়ীভাবে বাদ পড়ার ঝুঁকি যাদের আছে।
- আধুনিক দাসত্ব, ট্রাফিকিং, যৌন এবং/বা অপরাধমূলক কাজকর্মে ব্যবহৃত হওয়ার ঝুঁকি আছে
- যার মৌলবাদের বা শোষণের শিকার হওয়ার ঝুঁকি আছে
- যার বাবা-মা বা পরিচর্যার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবক কারাগারে আছে অথবা যারা মা-বাবার কাছ থেকে খারাপ আচরণ ও ব্যবহার পেয়ে এসেছে
- অপ্রাপ্তবয়স্ক এমন কোন পারিবারিক পরিস্থিতিতে আছে যা তার পক্ষে সামলানো কঠিন, যেমন মাদক ও অ্যালকোহলের অপব্যবহার, প্রাপ্তবয়স্ক মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং পারিবারিক লাঞ্ছনা
- নিজেরাই অ্যালকোহল এবং অন্যান্য ড্রাগস নিচ্ছে
- যার নারীর যৌনাঙ্গ ছেদ বা বলপূর্বক বিবাহের মতো তথাকথিত 'সম্মান' ভিত্তিক লাঞ্ছনার ঝুঁকি রয়েছে
- যাকে আলাদা রেখে লালনপালন করা হয়েছে।

অপব্যবহার, অবহেলা ও শোষণ

19. সমস্ত কর্মীদের অপব্যবহার, অবহেলা ও শোষণের সূচক (নিচে দেখুন) সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং এটি বোঝা উচিত যে শিশুদের স্কুল/কলেজের ভিতরে এবং বাইরে, বাড়ির ভিতরে এবং বাইরে এবং অনলাইনেও ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে। পেশাদার কৌতূহল রাখা এবং লাঞ্ছনা ও অবহেলা শীঘ্র সনাক্তকরণের জন্য কী সন্ধান করতে হবে তা জানা অত্যাবশ্যক যাতে কর্মীরা সাহায্য বা সুরক্ষার প্রয়োজন হতে পারে এমন অপ্রাপ্তবয়স্কদের শনাক্ত করতে সক্ষম হয়।

20. সমস্ত স্কুল এবং কলেজের কর্মীদের এই ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে যে অপব্যবহার,

অবহেলা, শোষণ এবং সুরক্ষা প্রদান সংক্রান্ত সমস্যা খুব কমই স্বতন্ত্র ঘটনা হয় এবং কোনও একটি সংজ্ঞা বা লেবেল দ্বারা সেটিকে কভার করা যায় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, একাধিক সমস্যা পরস্পর জড়িয়ে থাকে।

21. সব কর্মী, বিশেষত নির্দিষ্ট করা সুরক্ষা প্রদানকারী নেতৃত্ব (এবং তার অধীনস্থ কর্মীদের), পরিবারের বাইরে ঘটা কোনও পরিস্থিতিতে শিশুদের লাঞ্ছনা বা শোষণের ঝুঁকি রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করে দেখতে হবে। পরিবার-বহির্ভূত ক্ষতি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে এবং শিশুদের একাধিক ক্ষতির শিকার হওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে, যার মধ্যে পড়ে (তবে এর মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে না) যৌন লাঞ্ছনা (হয়রানি ও শোষণ সহ), নিজেদের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের মধ্যে বাড়ির মধ্যে হওয়া নির্যাতন (কিশোর বয়সের সম্পর্কের অপব্যবহার সংক্রান্ত), অপরাধমূলক শোষণ, গুরুতরভাবে যুবক-যুবতীদের সাথে হিংস্র আচরণ, মাদক বা ড্রাগ পাচারের স্থান এবং মৌলবাদের শিকার হওয়া।

22. সমস্ত কর্মীদের এই বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে যে প্রযুক্তি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সুরক্ষা প্রদান এবং সুস্থতা সংক্রান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করে। অপ্রাপ্তবয়স্কদের অনলাইনের পাশাপাশি সামনাসামনিও লাঞ্ছনা ও অন্যান্য ক্ষতির ঝুঁকি থাকে। অনেক ক্ষেত্রে লাঞ্ছনা এবং অন্যান্য ঝুঁকি একই সাথে অনলাইন এবং অফলাইন উভয় ক্ষেত্রেই ঘটবে। অপ্রাপ্তবয়স্করা তাদের সমবয়সীদেরও অনলাইনে লাঞ্ছনা করতে পারে, সে ক্ষেত্রে গালাগাল, হেনস্থা এবং বিশেষ করে চ্যাট গ্রুপে নারীবিদ্বেষী/অপপ্রচারকারী বার্তা পাঠানো, সম্মতি ছাড়া অশালীন ছবি ভাগ করা হতে পারে, আর কেউ না চাইলেও তার সাথে অপমানজনক ছবি এবং পর্নোগ্রাফি ভাগ করা হতে পারে।

23. **সমস্ত ক্ষেত্রে কর্মীরা নিশ্চিত না হলে, তাদের সবসময় মনোনীত সেফগার্ডিং লীড বা ডেপুটির সাথে কথা বলা উচিত।**

লাঞ্ছনা এবং অবহেলার আভাস

24. **লাঞ্ছনা**: শিশুর প্রতি এক প্রকার দুর্ব্যবহার। কেউ অপ্রাপ্তবয়স্কর ক্ষতি করে বা ক্ষতি প্রতিরোধ না করার মাধ্যমে তাকে লাঞ্ছনা বা উপেক্ষা করতে পারে। ক্ষতির মধ্যে এমন খারাপ আচরণ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা শারীরিক না এবং অন্যদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার প্রভাব হতে পারে। এটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, সব ধরনের পারিবারিক হিংসা বাচ্চাদের উপর যেসব প্রভাব ফেলে তার সাথে সম্পর্কিত, যার মধ্যে বাচ্চারা যেসব জায়গায় এই ধরনের পারিবারিক নির্যাতন দেখে, সেগুলির ব্যাপারে শোনে বা হিংসার প্রভাবের অভিজ্ঞতা পায় তা অন্তর্ভুক্ত থাকে। অপ্রাপ্তবয়স্করা তাদের পরিবারে বা প্রাতিষ্ঠানিক বা সম্প্রদায়ের ব্যবস্থায়, তাদের পরিচিত, বা বিরল ক্ষেত্রে, অপরিচিতদের দ্বারা লাঞ্ছিত হতে পারে। লাঞ্ছনা পুরোপুরি অনলাইনেও হতে পারে, অথবা অফলাইনে লাঞ্ছনা করতে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হতে পারে। অপ্রাপ্তবয়স্করা প্রাপ্তবয়স্ক বা প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা বা অন্য কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক বা অপ্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা লাঞ্ছিত হতে পারে।

25. **শারীরিক লাঞ্ছনা**: অপব্যবহারের এমন এক রূপ যা মারা, ঝাঁকানো, আছাড় মারা, বিষ খাওয়ানো, পোড়ানো বা জ্বালানো, ডোবানো, শ্বাসরোধ করা বা অন্য কোনভাবে শিশুর শারীরিক ক্ষতি করে। মা-বাবা বা পরিচর্যাকারী অপ্রাপ্তবয়স্কর অসুখের উপসর্গের মিথ্যা কথা জানিয়ে, বা ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে অসুস্থ করার ফলেও শারীরিক ক্ষতি হতে পারে।

26. **মানসিক লাঞ্ছনা**: শিশুর প্রতি অনবরত আবেগজনিত দুর্ব্যবহার করা যার ফলে তার আবেগজনিত বিকাশে গুরুতর এবং প্রতিকূল প্রভাব পড়ে। এর মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ককে অকর্মণ্য বোধ করানো বা ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করা, অপর্যাপ্ত বোধ করানো, বা শুধু যতক্ষণ অন্যের প্রয়োজন মেটায় ততক্ষণই তাদের মূল্য আছে তাদের এমন ধারণা দেওয়া থাকতে পারে। এতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের মতামত প্রকাশের সুযোগ না দেওয়া, ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের চুপ করানো বা তারা যা বলে বা যেভাবে বলে সে সম্পর্কে 'তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা' অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এর মধ্যে থাকতে পারে অপ্রাপ্তবয়স্কদের উপর বয়সের বা বিকাশকালের অনুপযুক্ত প্রত্যাশা চাপানো। এর মধ্যে কোন অপ্রাপ্তবয়স্কর বিকাশের ক্ষমতার বাইরের আলাপচারিতায় তাকে সামিল করা, তাকে অতিরিক্ত আগলে রাখা এবং বিভিন্ন জিনিস অনুসন্ধান করা ও শিক্ষায় তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা বা স্বাভাবিক সামাজিক আলাপচারিতায় তাকে অংশ নিতে না দেওয়াও থাকতে পারে। এর মধ্যে অন্যের প্রতি খারাপ ব্যবহার সংক্রান্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করা বা তার ব্যাপারে শোনাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এতে গুরুতর উৎপীড়ন (সাইবারবুলিং সহ) জড়িত থাকতে পারে, যার ফলে অপ্রাপ্তবয়স্করা প্রায়শই ভীত

বা বিপন্ন অনুভব করে, বা যার ফলে অপ্রাপ্তবয়স্কদের শোষণ বা দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়। কিছু স্তরের মানসিক লাঞ্ছনা অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি সবরকম দুর্ব্যবহারেই জড়িয়ে থাকে, যদিও তা পৃথকভাবেও হতে পারে।

27. **যৌন লাঞ্ছনা:** যৌন কার্যকলাপে অংশ নেওয়ার জন্য বাচ্চা বা অল্পবয়সী কাউকে জোর করা বা প্রলুব্ধ করা, এটা খুব একটা হিংস্র ব্যবহার নাও হতে পারে, বাচ্চা কী ঘটছে তা বুঝুক আর নাই বুঝুক, সেইসব নির্বিশেষে এমন করা হয়। এইসব কাজের মধ্যে ভিতরে ঢুকিয়ে নির্যাতনের (উদাহরণস্বরূপ, ধর্ষণ বা মৌখিক যৌনসঙ্গম) মত শারীরিক সংস্পর্শ বা হস্তমৈথুন, চুম্বন, ঘষা এবং কাপড়ের বাইরে স্পর্শ করার মতো না ঢোকানোর মত কাজও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। সেগুলির মধ্যে স্পর্শ শূন্য কাজ, যেমন অপ্রাপ্তবয়স্কদের যৌন ছবি বা যৌন কার্যকলাপ দেখানো বা ঐসব কাজে জড়িত করা, অপ্রাপ্তবয়স্কদের অনাকাঙ্ক্ষিত যৌনাচরণে উৎসাহিত করা, বা লাঞ্ছনার প্রস্তুতি হিসেবে কোন অপ্রাপ্তবয়স্ককে শেখানোও থাকতে পারে। যৌন লাঞ্ছনা অনলাইনেও হতে পারে, এবং অফলাইনে লাঞ্ছনা করতে প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। যৌন লাঞ্ছনা শুধু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরা করে তা নয়। মহিলারাও যৌন লাঞ্ছনা করতে পারে, আর অন্য অপ্রাপ্তবয়স্করাও পারে। শিক্ষাজগতে অন্য শিশুদের দ্বারা শিশুদের যৌন লাঞ্ছনাও একটি নির্দিষ্ট সুরক্ষা সমস্যার মধ্যে পড়ে এবং এ সম্পর্কে সমস্ত কর্মীদের এবং এটি মোকাবিলা করার জন্য তাদের স্কুল বা কলেজের নীতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত।

28. **অবহেলা**: শিশুর মৌলিক শারীরিক এবং/অথবা মানসিক চাহিদা পূরণে অবিরাম ব্যর্থতা,যার কারণে সাধারণত শিশুর স্বাস্থ্য বা বিকাশের গুরুতর ক্ষতি হয়। অবহেলা গর্ভাবস্থাতে ঘটতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, মায়েদের মাদক পদার্থ ব্যবহারের ফলে। অপ্রাপ্তবয়স্কের জন্মের পরে, মা-বাবা বা পরিচর্যাকারীর এইগুলি দিতে ব্যর্থতা: পর্যাপ্ত খাবার, পোশাক এবং আশ্রয় (বাড়ি থেকে বের করে বা তাড়িয়ে দেওয়া সমেত) দেওয়া; শারীরিক ও আবেগজনিত ক্ষতি বা বিপদ থেকে অপ্রাপ্তবয়স্ককে রক্ষা করা; যথাযথ তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করা (অপর্যাপ্ত পরিচর্যাকারী রাখা সমেত); অথবা উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা বা চিকিৎসা নিশ্চিত করায় ব্যর্থ হওয়ার কারণে অবহেলিত হতে পারে। এর মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্কর মৌলিক আবেগজনিত চাহিদার অবহেলা করা, বা পরোয়া না করাও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা

29. **সমস্ত** কর্মীদের এমন সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত যেখানে অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষতির ঝুঁকি থাকতে পারে। মাদক গ্রহণ এবং/অথবা অ্যালকোহলের অপব্যবহার, শিক্ষা থেকে অব্যক্ত এবং/অথবা অবিরাম অনুপস্থিতি, গুরুতর সহিংসতা (মাদক বা ড্রাগ পাচারের সাথে যুক্ত ঘটনা সহ), মৌলবাদ এবং সম্মতি নিয়ে এবং বিনা সম্মতিতে নগ্ন বা অর্ধনগ্ন ছবি এবং/অথবা ভিডিও[5] ভাগ করার মত বিষয়ের সাথে যুক্ত আচরণও শিশুদের বিপদের আশঙ্কার লক্ষণের মধ্যে পড়ে। নীচে সুরক্ষা সংক্রান্ত কিছু সমস্যা জানানো হয়েছে যা সমস্ত কর্মীদের জানা উচিত:

এই সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলির অতিরিক্ত তথ্য এবং অন্যান্য সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি পরিশিষ্টতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অপ্রাপ্তবয়স্কের দ্বারা অপ্রাপ্তবয়স্কের লাঞ্ছনা

30. **সমস্ত** কর্মীদের সচেতন হওয়া উচিত যে অপ্রাপ্তবয়স্করা অন্য অপ্রাপ্তবয়স্কদের (প্রায়ই অপ্রাপ্তবয়স্কর দ্বারা অপ্রাপ্তবয়স্ক নির্যাতন হিসাবে উল্লেখ করা হয়) লাঞ্ছনা করতে পারে এবং এটি স্কুল বা কলেজের ভিতরে এবং বাইরে এবং অনলাইন উভয় ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে। **সমস্ত** কর্মীদের বাচ্চাদের দ্বারা বাচ্চাদের লাঞ্ছনার বিষয়ে স্কুল বা কলেজের নীতি এবং পদ্ধতির ব্যাপারে এবং এটি প্রতিরোধে তাদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে এবং যেখানেই তাদের মনে হবে যেকোনও বাচ্চার তেমন ঝুঁকি রয়েছে সেখানেই ব্যবস্থা নিতে হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা উচিত।

31. **সমস্ত** কর্মীদের বোঝা উচিত, তাদের স্কুল বা কলেজে কোনও রিপোর্ট না থাকলেও এর মানে এই নয় যে তেমন কিছু ঘটছে না, হতে পারে যে তার রিপোর্ট করা হচ্ছে না। এটি এমন হতে পারে যে অপব্যবহার সম্পর্কে কোনও অভিযোগ জানানো হচ্ছে না। তাই বাচ্চাদের দ্বারা বাচ্চাদের লাঞ্ছনার ব্যাপারে কর্মীদের **কোনও** উদ্বেগ থাকলে তাদের মনোনীত সেফগার্ডিং লীড (বা ডেপুটির) সাথে কথা

বলা উচিত।

32. **সমস্ত** কর্মীকে শিশুদের পরস্পরের মধ্যে অনুপযুক্ত আচরণের গুরুত্ব অবশ্যই বুঝতে হবে, যার মধ্যে অনেকগুলি নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যা মূলত লাঞ্ছনাকর। যার উদাহরণ নিচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কিছু আচরণকে হালকাভাবে নেওয়া, যেমন যৌন লাঞ্ছনাকে "কেবল ঠাট্টা", "একটু হাসাহাসি করা", "বড় হওয়ার সময় ওসব হয়" বা "ছেলেরা এসব করেই" বলে উড়িয়ে দিলে তার ফলে অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য আচরণের অভ্যাস এবং অনিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে আর গুরুতর পরিস্থিতিতে, এমন এক সংস্কৃতি তৈরি হতে পারে যা লাঞ্ছনাকে স্বাভাবিক দেখায়, যার ফলে অপ্রাপ্তবয়স্করা একে স্বাভাবিক হিসাবে মেনে নিয়ে রিপোর্ট করতে এগিয়ে আসে না।

33. অপ্রাপ্তবয়স্কের দ্বারা অপ্রাপ্তবয়স্কের প্রতি লাঞ্ছনার মধ্যে এগুলি অন্তর্ভুক্ত তবে এর মধ্যে সীমিত নয়:

- উৎপীড়ন বা শাসানি (যার মধ্যে সাইবার বুলিং, পক্ষপাতদুষ্ট এবং বৈষম্যমূলক শাসানিও রয়েছে)

[5] সম্মতি নিয়ে ছবি ভাগ করলে, বিশেষত তা একই বয়সের বড় শিশুদের মধ্যে হলে ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এটি লাঞ্ছনা নাও হতে পারে- কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্কদের জেনে রাখা দরকার যে তা অবৈধ- আর পরস্পর সম্মতিসূচক না হলে তা অবৈধ এবং লাঞ্ছনাকর। UKCIS নগ্ন এবং অর্ধনগ্ন ছবি এবং ভিডিও শেয়ার করার বিষয়ে বিশদে পরামর্শ দেয়।

- অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত সম্পর্কে লাঞ্ছনা (কখনও কখনও 'কিশোর সম্পর্কের লাঞ্ছনা' নামে পরিচিত)
- শারীরিক লাঞ্ছনা, যেমন মারা, লাথি মারা, ঝাঁকানো, কামড়ানো, চুল টানা, বা অন্যভাবে শারীরিক ক্ষতি করা (এতে অনলাইনেও কিছু করা হতে পারে যা শারীরিক নির্যাতন সহজ করে, এমন নির্যাতনের হুমকি দেয় এবং/অথবা উৎসাহিত করে)
- যৌন সহিংসতা[6] যেমন ধর্ষণ, যৌনাঙ্গে কোনও কিছু বা যৌনাঙ্গ ঢুকিয়ে নিপীড়ন এবং যৌন হেনস্থা; (এতে অনলাইনের উপাদানও থাকতে পারে যা যৌন নির্যাতনকে আরও বাড়িয়ে তুলতে, নির্যাতনের হুমকি দিতে এবং/অথবা যৌন হিংসা করতে উৎসাহিত করতে পারে)
- যৌন হয়রানি[7] যেমন যৌন রসাত্মক মন্তব্য, কটূক্তি, কৌতুক এবং অনলাইন যৌন হয়রানি, যা অপব্যবহারের একমাত্র বা তার আরও বড় প্যাটার্নের একটি অংশ হতে পারে
- সম্মতি ছাড়া কাউকে যৌন কাজে লিপ্ত করা, যেমন কাপড় খুলতে বাধ্য করা, পরস্পরকে যৌন উদ্দেশ্যে স্পর্শ করা বা তৃতীয় পক্ষের সাথে যৌন কাজে লিপ্ত হওয়া
- সম্মতি নিয়ে বা ছাড়াই নগ্ন এবং অর্ধনগ্ন ছবি এবং/অথবা ভিডিও শেয়ার করা[8] (সেক্সটিং বা তরুণদের নির্মিত যৌন চিত্র হিসাবেও পরিচিত)
- আপস্কার্টিং[9] যার মধ্যে সাধারণত জননেন্দ্রিয় বা নিতম্ব দেখার উদ্দেশ্যে, যৌন পরিতৃপ্তি লাভ করতে অথবা ভুক্তভোগী ব্যক্তিকে অপমানিত করা, মর্মপীড়া দেওয়া বা ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কারও পোশাকের ভিতর থেকে তার অনুমতি না নিয়ে ছবি তোলা অন্তর্ভুক্ত এবং
- ইনিশিয়েশন/হেজিং টাইপের হিংসা এবং আচারবিধি অন্তর্ভুক্ত (এতে হয়রানি, লাঞ্ছনা বা অবমাননামূলক কাজ জড়িত থাকতে পারে যা কোনও ব্যক্তিকে কোনো গোষ্ঠীতে আনার উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এতে অনলাইনের উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে)।

চাইল্ড ক্রিমিনাল এক্সপ্লয়েটেশন অর্থাৎ বাচ্চাদের অপরাধমূলক শোষণ (CCE) এবং চাইল্ড সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন অর্থাৎ বাচ্চাদের যৌন শোষণ (CSE)

34. CCE ও CSE, এই দুই ধরনের অপব্যবহারই ঘটে যখন কোনও স্বতন্ত্র ব্যক্তি বা গ্রুপ ক্ষমতার ভারসাম্য না থাকার সুযোগ নিয়ে কোনও শিশুকে কোনও অপরাধমূলক বা যৌন কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার জন্য তার উপরে বলপ্রয়োগ করে, প্রভাব খাটায় বা কোনও কৌশল করে। এর মধ্যে এমন কিছু বিষয় থাকতে পারে যা ভুক্তভোগীর পাওয়া প্রয়োজন এবং সেটি দেওয়ার বিনিময়ে এবং/বা কোনও আর্থিক লাভ দেওয়ার লোভ দেখিয়ে বা অপরাধী বা তার সহায়ক ব্যক্তির অনেক বড় স্ট্যাটাস দেখিয়ে এবং/বা হিংসা বা হিংসা করার হুমকি দিয়ে যৌন কার্যকলাপ করা হয়। CCE এবং CSE ছেলেমেয়ে উভয় অপ্রাপ্তবয়স্কদেরই প্রভাবিত করতে পারে এবং শোষণের উদ্দেশ্যে যেসব অপ্রাপ্তবয়স্ককে সরানো হয়েছে (একে সাধারণত পাচার বলে) তারাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

[6] যৌন সহিংসতা সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য KCSIE-র পার্ট 5 এবং পরিশিষ্ট দেখুন।
[7] যৌন হয়রানি সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য KCSIE-র পার্ট 5 এবং পরিশিষ্ট দেখুন।
[8] UKCIS নির্দেশিকা: Sharing nudes and semi-nudes advice for education settings (শিক্ষার সেটিংসে নগ্ন এবং অর্ধনগ্ন জিনিস ভাগ করা সম্পর্কে পরামর্শ)
[9] 'আপস্কার্টিং' সম্বন্ধে অতিরিক্ত তথ্যের জন্য পরিশিষ্ট দেখুন।

শিশু অপরাধমূলক শোষণ (CCE)[10]

35. CCE'র কিছু নির্দিষ্ট প্রকারের মধ্যে শিশুদের বিপথে চালিত করে বা জোর করে মাদক পাচারচক্রের মাধ্যমে মাদক বা অর্থ নিয়ে যাওয়ার কাজ করানো, গাঁজার কারখানায় কাজ করানো, দোকানলুট বা পকেটমারি করানো অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বিপথে চালিত করে বা জোর করে তাদের দিয়ে গাড়ি সংক্রান্ত নানা অপরাধ অথবা অন্যদের হুমকি/অন্যদের প্রতি গুরুতর হিংসাত্মক কিছু করানো হতে পারে।

36. অপ্রাপ্তবয়স্করা এই ধরনের শোষণে আটকে পড়তে পারে কারণ অপরাধীরা ভুক্তভোগীদেরকে (এবং তাদের পরিবারকে) হিংসাত্মক কোনো হুমকি দিতে পারে, অথবা তাদের দেনার ফাঁদে ফেলতে বা ফাঁদে পড়তে বাধ্য করতে পারে। অন্যরা যাতে ক্ষতি করতে না পারে তাই আত্মরক্ষার জন্য তারা ছুরির মত কোনো অস্ত্র সঙ্গে রাখা শুরু করতে পারে বা তাদের রাখতে বাধ্য করা হতে পারে। অপরাধমূলক শোষণের সাথে জড়িত অপ্রাপ্তবয়স্করা প্রায়শই নিজেরা অপরাধ করলেও, ভুক্তভোগী হিসেবে তাদের দুর্বলতার দিকটা সবসময় প্রাপ্তবয়স্ক এবং পেশাদাররা (বিশেষ করে বড় অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে) দেখেন না এবং তারা নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তাদের ভুক্তভোগী হিসাবে গণ্য করা হয় না। কোনো কাজে তাদের সম্মতি বা সায় রয়েছে মনে হলেও তারা নিজেরাই অপরাধমূলক শোষণের শিকার হতে পারে।

37. মনে রাখা দরকার যে যেসব মেয়েরা অপরাধমূলক শোষণের শিকার হয় তাদের অভিজ্ঞতা ছেলেদের থেকে অনেকটাই আলাদা হতে পারে। সব লক্ষণ এক নাও হতে পারে, তবে পেশাদারদের সচেতন থাকা উচিত যে মেয়েদেরও অপরাধমূলক শোষণের ঝুঁকি রয়েছে। এটাও খেয়াল রাখা দরকার যে ছেলে-মেয়ে উভয়ই অপরাধমূলক শোষণের শিকার হলে তাদের যৌন শোষণের শিকার হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।

বাচ্চাদের যৌন শোষণ (CSE)

38. CSE অপ্রাপ্তবয়স্কদের যৌন লাঞ্ছনার একটি প্রকারভেদ। যৌন নির্যাতনের মধ্যে শারীরিক সংস্পর্শ জড়িত থাকতে পারে, এগুলির মধ্যে যৌনাঙ্গের ভিতরে পেনিট্রেট করে করা যৌন নির্যাতন (উদাহরণস্বরূপ, ধর্ষণ বা মুখ ব্যবহার করে করা যৌনতা) অথবা হস্তমৈথুন, চুম্বন, যৌনাঙ্গ ঘষা এবং বাইরের পোশাকের উপর দিয়ে যৌনাঙ্গ স্পর্শ করার মতো সরাসরি যৌনাঙ্গের ভিতরে পেনিট্রেট না করে করা যৌন কার্যকলাপ পড়ে। এর মধ্যে স্পর্শ বিহীন কাজ, যেমন অপ্রাপ্তবয়স্কদের যৌন ছবি বা যৌন কার্যকলাপ দেখতে বাধ্য করা বা ঐসব যৌন ছবি তৈরির কাজে জড়ানো, অপ্রাপ্তবয়স্কদের অনাকাঙ্ক্ষিত যৌনাচরণে উৎসাহিত করা বা ইন্টারনেটের মাধ্যম সমেত, লাঞ্ছনার মহড়া হিসেবে কোন অপ্রাপ্তবয়স্ককে কিছু শেখানোও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

39. CSE বারবার বা একবার ঘটতে পারে এবং অপ্রাপ্তবয়স্কের তাৎক্ষণিক জ্ঞান ছাড়াই ঘটতে পারে, যেমন অন্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের ভিডিও বা ছবি দিতে পারে।

40. CSE এমন যে কোনো অপ্রাপ্তবয়স্কের সাথে হতে পারে, যাকে যৌন কাজে জড়াতে বাধ্য করা হয়েছে। এর মধ্যে 16 এবং 17 বছর বয়সীরাও রয়েছে যারা আইনত যৌনসঙ্গমে সম্মতি দিতে পারে।

[10] CCE সংজ্ঞা সম্পর্কে তথ্য দেখুন পৃষ্ঠা 48-এ, Home Office's Serious Violence Strategy (হোম অফিসের গুরুতর সহিংসতার স্ট্র্যাটেজি)-এ

কিছু অপ্রাপ্তবয়স্ক বুঝতে পারে না যে তারা শোষিত হচ্ছে, ভাবতে পারে যে তারা সত্যিই রোমান্টিক সম্পর্কে রয়েছে।

নিজের বাড়িতে হওয়া অপব্যবহার বা অত্যাচার

41. পারিবারিক লাঞ্ছনার মধ্যে বহু বিভিন্ন ধরনের আচরণ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে এবং এটি একটি একক ঘটনা বা ঘটনার একটি প্যাটার্ন হতে পারে। এই ধরনের লাঞ্ছনা মানসিক, শারীরিক, যৌন, আর্থিক বা মানসিক হতে পারে তবে তাতেই সীমাবদ্ধ নয়। অপ্রাপ্তবয়স্করা পারিবারিক লাঞ্ছনার শিকার হতে পারে। তারা বাড়িতে লাঞ্ছনার প্রভাব দেখতে, শুনতে বা অনুভব করতে পারে এবং/অথবা তাদের নিজেদের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের (কিশোর সম্পর্কের লাঞ্ছনার) মধ্যে পারিবারিক লাঞ্ছনার শিকার হতে পারে। যার সবকটিই তাদের স্বাস্থ্য, সুস্থতা, বিকাশ এবং শেখার ক্ষমতার উপর ক্ষতিকর এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলতে পারে।

স্ত্রীদের যৌনাঙ্গ ছেদন (FGM)

42. যদিও **সব** কর্মীদেরই মহিলা যৌনাঙ্গ বিকৃতি (FGM) সম্পর্কিত কোনো উদ্বেগ থাকলে মনোনীত সুরক্ষাপ্রধান (বা তার ডেপুটি)-এর সাথে কথা বলা উচিত, তবুও **শিক্ষকদের জন্য একটি নির্দিষ্ট আইনি দায়িত্ব রয়েছে**।[11] যদি কোনো শিক্ষক তার পেশাগত কাজে জানতে পারেন যে 18 বছরের কম বয়সী কোনো মেয়ের ওপর FGM কার্যকর হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, তবে সেই শিক্ষককে এটি **অবশ্যই** পুলিশের কাছে রিপোর্ট করতে হবে। আরও তথ্যের জন্য 34 পৃষ্ঠা দেখুন।

মানসিক স্বাস্থ্য

43. **সমস্ত** কর্মীদের এ বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত যে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি, কিছু ক্ষেত্রে, কোনও শিশু যে লাঞ্ছনা, অবহেলা বা শোষণের শিকার হয়েছে বা ঝুঁকিতে রয়েছে তার একটি লক্ষণ হতে পারে।

44. মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা নির্ণয়ের জন্য কেবল উপযুক্ত প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদেরই চেষ্টা করা উচিত। অবশ্য অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিদিন পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবং যাদের আচরণ থেকে বোঝা যায় যে তারা কোনও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ভুগতে পারে বা তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে তাদের প্রত্যক্ষ করার উপযুক্ত জায়গায় শিক্ষাকর্মীরা আছেন। অতিরিক্ত মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সহায়তার প্রয়োজনসহ অপ্রাপ্তবয়স্কদের শনাক্ত করতে, স্কুল ও কলেজ বিভিন্ন পরামর্শ পেতে পারে, এর মধ্যে বাইরের সংস্থার সাথে কাজ করাও অন্তর্ভুক্ত।

45. কর্মীদের যদি কোনও বাচ্চাদের সম্পর্কে মানসিক স্বাস্থ্যজনিত উদ্বেগ থাকে যা একটি সুরক্ষাজনিত উদ্বেগও বটে, তাহলে তাদের স্কুল বা কলেজের বাচ্চা সুরক্ষা নীতি অনুসরণ করে এবং মনোনীত সেফগার্ডিং লীড বা ডেপুটির সাথে কথা বলে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

[11] স্ত্রী যৌনাঙ্গ ছেদন আইন 2003-এর ধারা 5B(11)(a)-এর অধীনে, "শিক্ষক" কথাটির অর্থ হল, ইংল্যান্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত ক্ষেত্রে, শিক্ষা আইন 2002-এর অনুচ্ছেদ 141A(1)-এর অধীনে থাকা কোনও ব্যক্তি (ইংল্যান্ডে স্কুলে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য নিয়োগ করা বা তার সাথে যুক্ত ব্যক্তি)।

গুরুতর হিংসা

46. **সকল** কর্মীদেরই সেই সব লক্ষণ সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত, যেগুলি দেখে বোঝা যায় যে অপ্রাপ্তবয়স্করা কোনও মারাত্মক অপরাধের সাথে যুক্ত অথবা তার শিকার হওয়ার ঝুঁকি আছে। এগুলির মধ্যে এইসব লক্ষণ দেখা যেতে পারে, যেমন, স্কুল বা কলেজে অনুপস্থিত থাকার সময় বেড়ে যাওয়া, বন্ধুত্বের ধরনে পরিবর্তন আসা বা নিজের থেকে বেশি বয়সের ব্যক্তি বা গ্রুপের সাথে বন্ধুত্ব করা, পড়াশোনা সংক্রান্ত পারফর্ম্যান্স খুব খারাপ হয়ে যাওয়া, নিজেকে ক্ষতি করার লক্ষণ বা সুস্থতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখতে পাওয়া বা আক্রান্ত হওয়া বা ব্যাখ্যা করা হয়নি এমন আঘাতের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করা। অব্যাখ্যাকৃত উপহার অথবা নতুন নতুন জিনিস রাখাও এই বিষয়ে দিকনির্দেশ করতে পারে যে অপ্রাপ্তবয়স্কদের সাথে এমন কিছু মানুষের যোগাযোগ হচ্ছে অথবা মেলামেশা হচ্ছে, যারা অপরাধ চক্র বা দলের সাথে যুক্ত এবং অপরাধমূলক শোষণের ঝুঁকি আছে।

অতিরিক্ত তথ্য ও সহায়তা

47. বিভাগীয় পরামর্শ What to do if you're worried a child is being abused: advice for practitioners (আপনি যদি চিন্তিত থাকেন যেকোনও বাচ্চাকে লাঞ্ছনা করা হচ্ছে তাহলে কি করবেন: অনুশীলনকারীদের জন্য পরামর্শ) -তে লাঞ্ছনা এবং অবহেলা বোঝা ও শনাক্তকরণ সম্পর্কে আরও তথ্য আছে। লাঞ্ছনা ও উপেক্ষার সম্ভাব্য আভাসগুলির উদাহরণগুলি ঐ পরামর্শে সর্বত্র হাইলাইট করা হয়েছে আর স্কুল এবং কলেজের কর্মীদের জন্য এটি বিশেষভাবে সহায়ক হবে। NSPCC ওয়েবসাইটে লাঞ্ছনা ও অবহেলা এবং কোন দিকে নজর রাখতে হবে তার ব্যাপারে উপযুক্ত অতিরিক্ত তথ্য রয়েছে।

48. **পরিশিষ্টতে নির্দিষ্ট ধরণের লাঞ্ছনা, শোষণ এবং সুরক্ষা ব্যবস্থার বিষয়গুলি সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য রয়েছে। স্কুল এবং কলেজের নেতারা এবং যে সব কর্মীরা সরাসরি শিশুদের সাথে কাজ করেন, তাদের পরিশিষ্ট পড়া উচিত।**

কোনও অপ্রাপ্তবয়স্কর সম্পর্কে উদ্বেগ থাকলে স্কুল এবং কলেজের কর্মীদের কি করা উচিত

49. সুরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে শিশুদের সাথে কাজ করছেন এমন কর্মীকে '**এখানে ঘটতে পারে**' এমন মনোভাব রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। বাচ্চাদের কল্যাণ সম্পর্কে কোনও উদ্বেগ থাকলে, কর্মচারীদের সব সময় বাচ্চাদের জন্য উপযুক্ত **সর্বোত্তম স্বার্থে** কাজ করা উচিত।

50. কোনও বাচ্চার কল্যাণ সম্পর্কে কর্মীদের **কোনও উদ্বেগ** থাকলে তাদের **অবিলম্বে** পদক্ষেপ নিতে হবে। কোনওঅপ্রাপ্তবয়স্ক সম্পর্কে কর্মীদের উদ্বেগ থাকলে তখন তাদের কি করা উচিত তা জানতে 20 নম্বর পাতার ফ্লো চার্ট দেখুন।

51. কর্মীদের কোনও উদ্বেগ থাকলে তাদের নিজস্ব সংস্থার শিশু সুরক্ষা নীতি অনুসরণ করা উচিত এবং মনোনীত সুরক্ষা প্রধানের (বা ডেপুটির) সাথে কথা বলা উচিত।

52. তারপর বিকল্পগুলিতে থাকবে:

- স্কুল বা কলেজের নিজস্ব ব্যক্তিগত সহায়তা প্রদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণভাবে অপ্রাপ্তবয়স্ককে সহায়তা দেওয়া
- শীঘ্র সাহায্যের মূল্যায়ন করা।[12] অথবা
- বিধিবদ্ধ পরিষেবাগুলির কাছে এইগুলির জন্য একটি রেফারেল করা,[13] যেমন, শিশুদের যা প্রয়োজন হতে পারে, প্রয়োজন আছে বা কোনও কিছুতে ভুগছে বা ভোগার সম্ভাবনা রয়েছে।

53. মনোনীত সুরক্ষা প্রধানের বা ডেপুটির সুরক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনা করার জন্য সবসময় উপলভ্য থাকা উচিত। ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, মনোনীত সুরক্ষা প্রধানকে (বা ডেপুটিকে) পাওয়া না গেলে, তার অনুপস্থিতিতে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে দেরি করা উচিত নয়। কর্মীদের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব দলের সদস্যের সাথে কথা বলা উচিত এবং/অথবা লোকাল অথরিটির চিল্ড্রেনস সোশ্যাল কেয়ারের সাথে পরামর্শ নেওয়া উচিত। এই রকম পরিস্থিতিতে নেওয়া যে কোন পদক্ষেপ বাস্তবত যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব মনোনীত সেফগার্ডিং লীডকে (বা ডেপুটিকে) জানানো উচিত।

54. কোনও কর্মীর মনে করা উচিত না যে সহকর্মী বা অন্য কোন পেশাদার পদক্ষেপ নেবে এবং অপ্রাপ্তবয়স্ককে সুরক্ষিত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে এমন তথ্য তাদের সাথে ভাগ করা উচিত। তাদের মনে রাখা উচিত যে এই সমস্যাগুলি প্রথম দেখা দেওয়ামাত্র বা সেই অপ্রাপ্তবয়স্ক ইতিমধ্যেই লোকাল অথরিটির চিল্ড্রেনস সোশ্যাল কেয়ারের পরিচিত হওয়া নির্বিশেষে (যেমন অভাবগ্রস্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক বা সুরক্ষা পরিকল্পনাপ্রাপ্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক) যথাশীঘ্র তথ্য জানানো কার্যকর শনাক্তকরণ, মূল্যায়ন এবং যথাযথ পরিষেবা বরাদ্দ করে দেওয়ার জন্য অপরিহার্য। Information sharing: advice for practitioners providing safeguarding services to children, young people, parents and carers (তথ্য ভাগাভাগি: শিশুদের, তরুণ-তরুণী, পিতামাতা এবং যত্নকারী সহায়তা কর্মীদের সুরক্ষা-সেবা প্রদানকারী প্র্যাকটিশনারদের জন্য পরামর্শ কর্মীদের সহায়তা করে) , যাদের তথ্য ভাগাভাগি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট 2018 (DPA) এবং UK জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন রেগুলেশন (UK GDPR) সম্পর্কিত তথ্য ভাগ করা এবং বিবেচনা করার ভিত্তিতে এই পরামর্শে সাতটি সুবর্ণ নিয়ম রাখা হয়েছে।

55. **DPA এবং UK GDPR শিশুদের নিরাপদ রাখা এবং তাদের কল্যাণার্থে তথ্য ভাগ করায় বাধা দেয় না।** তথ্য জানানোর বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকলে কর্মীর মনোনীত সুরক্ষা প্রধান বা ডেপুটির সাথে কথা বলা উচিত। তথ্য জানানোর বিষয়ে আশঙ্কা **অবশ্যই** যেন শিশুদের সুরক্ষা প্রদান করা এবং নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তার পথে বাধা হয়ে **না** দাঁড়ায়।

শীঘ্র সাহায্যের মূল্যায়ন

56. প্রাথমিক সাহায্য যথাযথ হলে মনোনীত সুরক্ষা প্রধান (বা ডেপুটি) সাধারণত উপযুক্ত ক্ষেত্রে অন্যান্য সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপনে এবং দরকার মত আন্তঃসংস্থার মূল্যায়ন করবেন।

[12] প্রারম্ভিক সাহায্যের মূল্যায়ন, প্রারম্ভিক সাহায্য সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদান এবং পরিষেবা অ্যাক্সেস করার বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্য এখানে দেওয়া হয়েছে Working Together to Safeguard Children (শিশুদের সুরক্ষিত রাখার জন্য একসাথে মিলে কাজ করা)।

[13] Working Together to Safeguard Children (শিশুদের সুরক্ষিত রাখার জন্য একসাথে মিলে কাজ করা) -এ বলা হয়েছে যে সুরক্ষা ব্যবস্থার অংশীদারদের একটি থ্রেশহোল্ড নথি প্রকাশ করা উচিত যাতে চাহিদা সহ মাপদণ্ড, কোন কোন ক্ষেত্রে এবং কখন বিভাগ 17 এবং 47 অনুসারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের শিশুদের সামাজিক যত্ন বিভাগে বিধিবদ্ধ পরিষেবাগুলির জন্য কেস নিবন্ধন করা যাবে সেসব বিষয় উল্লেখ করতে হবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের, সহযোগীদের সাথে, মূল্যায়নের স্থানীয় প্রোটোকলের বিকাশ এবং প্রকাশ করা উচিত। লোকাল অথরিটির চিল্ড্রেনস সোশাল কেয়ারের কাছে কোনও অপ্রাপ্তবয়স্ককে রেফার করার পর কেসগুলি কিভাবে পরিচালিত হবে তার সুস্পষ্ট ব্যবস্থা একটি স্থানীয় প্রোটোকলে করা উচিত।

শীঘ্র সাহায্য মূল্যায়নে, কিছু ক্ষেত্রে প্রধান অনুশীলনকারী হিসাবে কাজ করে, কর্মীদের হয়ত অন্য এজেন্সি এবং পেশাদারদের সহায়তা করতে হতে পারে। প্রারম্ভিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তার কার্যকর মূল্যায়নের উপর আরও নির্দেশিকা পাওয়া যেতে পারে এখান থেকে শিশুদের সুরক্ষিত রাখার জন্য একসাথে মিলে কাজ করা। অপ্রাপ্তবয়স্কদের অবস্থার উন্নতি না হলে বা খারাপ হচ্ছে বলে মনে হলে বিধিবদ্ধ পরিষেবার জন্য লোকাল অথরিটির চিল্ড্রেনস সোশ্যাল কেয়ারেরকাছে রেফার করা এই ধরনের যে কোনও কেস নিয়মিত পর্যালোচনা এবং বিবেচনার অধীনে রাখা উচিত।

অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিধিবদ্ধ সোশাল কেয়ারের মূল্যায়ন এবং পরিষেবা

57. **যেখানে একটি শিশু কষ্ট পাচ্ছে বা ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেক্ষেত্রে শিশুদের সামাজিক যত্নর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে এবং প্রয়োজন হলে পুলিশকে,** (দেখুন when to call the police: guidance for schools and colleges (npcc.police.uk) (কখন পুলিশকে কল করতে হবে: স্কুল এবং কলেজগুলির জন্য নির্দেশিকা) (npcc.police.uk)) **এই বিষয়ে অবিলম্বে জানানো গুরুত্বপূর্ণ**। রেফারেলের ক্ষেত্রে স্থানীয় রেফারেল প্রক্রিয়া অনুসরণ করা উচিত।

58. স্থানীয় কর্তৃপক্ষের শিশুদের সামাজিক যত্ন সংক্রান্ত মূল্যায়নে বাড়ির বাইরে শিশুদের ক্ষতি করা হচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে বিবেচনা করা উচিত[14]. আর তাই স্কুল এবং কলেজগুলির রেফারেল প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে যত বেশি সম্ভব তথ্য প্রদান করতে হবে। এর ফলে যে কোনও মূল্যায়নে সমস্ত উপলভ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ বিবেচনা করার সুযোগ থাকবে এবং এই ধরনের ক্ষতির মোকাবিলায় প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি নেওয়া যাবে। এখানে অতিরিক্ত তথ্য পাবেন: Contextual Safeguarding (প্রাসঙ্গিক সুরক্ষা ব্যবস্থা)।

59. অনলাইন টুল Report child abuse to your local council (আপনার স্থানীয় কাউন্সিলে শিশু নির্যাতনের রিপোর্ট করুন) সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে শিশুদের সামাজিক যত্নের যোগাযোগের বিবরণের নির্দেশ দেয়।

অসহায় অপ্রাপ্তবয়স্ক

60. চিলড্রেন অ্যাক্ট 1989 অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে এমন শিশু বলতে সেই শিশুকে বোঝানো হয়, যে শিশু যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ের স্বাস্থ্য বা বিকাশ অর্জন করতে বা বজায় রাখতে সক্ষম নয়, অথবা যার স্বাস্থ্য ও বিকাশ সেবা প্রদান না করলে উল্লেখযোগ্যভাবে বা আরও অবনতি হতে পারে; অথবা যে শিশু প্রতিবন্ধী। অসহায় অপ্রাপ্তবয়স্কদের সুরক্ষা ব্যবস্থায় এবং তাদের কল্যাণ রক্ষার্থে তাদের পরিষেবা প্রদান করতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষবাধ্য। চিলড্রেনস অ্যাক্ট 1989 এর ধারা 17-এর অধীনে অসহায় শিশুর মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

যে সব অপ্রাপ্তবয়স্করা ভুগছে বা যথেষ্ট ভোগার সম্ভাবনা আছে:

61. দরকার মত, অন্যান্য সংস্থার সাহায্যে চিলড্রেন অ্যাক্ট 1989 এর ধারা 47 এর অধীনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হলো অনুসন্ধান পরিচালনা করা, যদি তাদের যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে এমনটা সন্দেহ করার যে কোনো শিশু বর্তমানে উল্লেখযোগ্য ক্ষতির শিকার হচ্ছে বা ভবিষ্যতে ক্ষতির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

[14] পরিবারের বাইরের ক্ষতি এবং পরিবারিক বাড়ির বাইরের পরিবেশ সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য working together (একসাথে কাজ করা) নথিটি দেখুন

এই ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ তাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে যে দুর্ব্যবহার নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকলে তাদের অপ্রাপ্তবয়স্কর কল্যাণ এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের সুরক্ষিত রাখতে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া উচিত কিনা। এর মধ্যে সব ধরনের লাঞ্ছনা, অবহেলা এবং শোষণমূলক ঘটনা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কি করবে?

62. রেফারেল করার একদিনের মধ্যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের একজন সমাজকর্মীকে রেফারারের কাছে সেই প্রাপ্তি স্বীকার করতে হবে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়ার ধরন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে নির্ধারণ করা হবে যে:

- অপ্রাপ্তবয়স্কের ক্ষেত্রে অবিলম্বে সুরক্ষা এবং জরুরি পদক্ষেপ প্রয়োজন কিনা
- অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং পরিবারের কোন পরিষেবা এবং কী ধরণের পরিষেবা প্রয়োজন
- অপ্রাপ্তবয়স্কটি অসহায় কিনা, এবং চিলড্রেন অ্যাক্ট 1989 এর ধারা 17-র অধীনে তার মূল্যায়ন করা উচিত কিনা। Working Together to Safeguard Children (শিশুদের সুরক্ষিত রাখার জন্য একসাথে মিলে কাজ করা)-এ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বিবরণ প্রদান করা হয়েছে
- শিশুটি ভুগছে বা যথেষ্ট ভোগার সম্ভাবনা আছে বলে সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করা উচিত কিনা এবং চিলড্রেন অ্যাক্ট 1989 এর ধারা 47 এর অধীনে তার মূল্যায়ন করা হবে কিনা; Working Together to Safeguard Children (শিশুদের সুরক্ষিত রাখার জন্য একসাথে মিলে কাজ করা)-এ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বিবরণ দেওয়া আছে এবং
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে আর কোন পদক্ষেপ নিতে হবে তা নির্ধারণে সাহায্য করতে আরও বিশেষজ্ঞ দ্বারা মূল্যায়ন করতে হবে কিনা।

63. এই তথ্য সহজে না পাওয়া গেলে রেফারারের খোঁজ নিয়ে দেখা উচিত।

64. সমাজকর্মীরা একটি বিধিবদ্ধ মূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত নিলে সেই মূল্যায়নে সহায়তা করার জন্য কর্মীদের যতদূর সম্ভব সহযোগিতা করা উচিত (দরকার মত মনোনীত সেফগার্ডিং লীড (বা ডেপুটির) সহায়তায়)।

65. রেফারেলের পরে অপ্রাপ্তবয়স্কর অবস্থার উন্নতি হয়নি বলে মনে হলে, রেফারারের স্থানীয় স্তরে তৎপরতা বাড়ানোর পদ্ধতি অনুসরণ করার বিষয়ে বিবেচনা উচিত যাতে তাদের উদ্বেগগুলির বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যাতে অপ্রাপ্তবয়স্কটির পরিস্থিতিতে উন্নতি হয়।

রেকর্ড রাখা

66. সমস্ত উদ্বেগ, আলোচনা এবং নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি এবং সেই সিদ্ধান্তগুলির কারণসমূহের লিখিত রেকর্ড থাকা উচিত। স্কুল বা কলেজের দ্বারা একটি কেস পরিচালনা করা সম্পর্কে যদি/যখন কোনও অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানাতে হয় তখনও এটি সাহায্য করবে। তথ্য গোপন রাখা এবং নিরাপদে সংরক্ষণ করা উচিত। প্রত্যেক অপ্রাপ্তবয়স্কের জন্য পৃথক অপ্রাপ্তবয়স্ক সুরক্ষা ফাইলে উদ্বেগ এবং রেফারেল রাখলে ভাল হয়।

রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত **করা উচিত**:

- সব উদ্বেগের পরিষ্কার এবং সম্যক সারসংক্ষেপ
- এই উদ্বেগগুলির জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া এবং সমাধান করা হয়েছে তার বিবরণ, এবং
- যে পদক্ষেপ, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং পরিণতি হয়েছে সেসবের বর্ণনা।

67. রেকর্ড করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে কর্মীদের মনোনীত সুরক্ষা প্রধানের (বা ডেপুটির) সাথে আলোচনা করা উচিত।

এসব কেন গুরুত্বপূর্ণ?

68. সুরক্ষাজনিত ঝুঁকি সামলাতে, সমস্যাগুলি যাতে না বাড়ে তা প্রতিরোধ করতে এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের হিতসাধন নিশ্চিত করতে সঠিক সময়ে অপ্রাপ্তবয়স্কদের সঠিক সাহায্য পাওয়া দরকার। গবেষণা এবং স্থানীয় শিশু সুরক্ষা অনুশীলন পর্যালোচনায় বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হওয়ার বিপদ কতটা গুরুতর।[15] স্থানীয় শিশু সুরক্ষার অনুশীলন সম্পর্কিত আরও তথ্য Working Together to Safeguard Children (শিশুদের সুরক্ষিত রাখার জন্য একসাথে মিলে কাজ করা)-এ পাওয়া যেতে পারে। ভুল অনুশীলনের উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে:

- লাঞ্ছনা এবং অবহেলার প্রারম্ভিক লক্ষণে পদক্ষেপ নিতে ও রেফার করতে ব্যর্থ হওয়া
- ভাল করে রেকর্ড না রাখা
- অপ্রাপ্তবয়স্কের মতামতে কান না দেওয়া
- পরিস্থিতির উন্নতি না হলে উদ্বেগ পুনরায় মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হওয়া
- এজেন্সিদের নিজেদের মধ্যে এবং একে অপরের সাথে সঠিক ব্যক্তিদের সাথে তথ্য ভাগ না করা
- খুব ধীরে ধীরে তথ্য ভাগ করা এবং
- যারা পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে মনে হয় তাদেরকে প্রশ্ন না করা।

স্কুল এবং কলেজের কর্মীদের অন্য সুরক্ষা সম্পর্কে উদ্বেগ থাকলে বা অন্য কর্মীসদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে কি করা উচিত

69. স্কুল এবং কলেজগুলিতে কর্মী সদস্যদের (সরবরাহ কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং ঠিকাদার সহ) নিয়ে যেকোনও সুরক্ষা সংক্রান্ত উদ্বেগ বা অভিযোগ (যত নগণ্য হোক না কেন) নিয়ন্ত্রণ করার প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি থাকা উচিত।

70. কোনও কর্মীর সুরক্ষা সংক্রান্ত কোনও চিন্তা থাকলে বা কর্মীদের অন্য একজন সদস্য (সরবরাহ কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং ঠিকাদার সহ) দ্বারা শিশুদের কোনও ক্ষতি করার বা ক্ষতির ঝুঁকি তৈরি করার অভিযোগ থাকলে:

- তা প্রধানশিক্ষক বা অধ্যক্ষকে জানানো উচিত

[15]গুরুতর কেসগুলির পর্যালোচনা সহ বিশ্লেষণ এখানে পাওয়া যাবে gov.uk/government/publications/serious-case- reviews-analysis-lessons-and-challenges

- যেখানে প্রধানশিক্ষক বা অধ্যক্ষ সম্পর্কে উদ্বেগ/অভিযোগ থাকে, সেখানে গভর্নরদের প্রধান, ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রধান বা কোনও ব্যক্তিগত স্কুলের মালিককে জানানো উচিত এবং
- প্রধান শিক্ষক সম্পর্কে উদ্বেগ/অভিযোগ থাকলে, সেই প্রধান শিক্ষক সেই স্বতন্ত্র স্কুলের একমাত্র মালিক হলে অথবা এমন পরিস্থিতি থাকলে যেখানে প্রধান শিক্ষকের কাছে রিপোর্ট করতে গেলে স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে, সেক্ষেত্রে সরাসরি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট করা কর্মকর্তাকে(দের) LADO জানাতে হবে। আপনার স্থানীয় LADO'র বিবরণ আপনার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে সহজেই পাওয়া উচিত।

71. যদি কর্মচারীর মধ্যে অন্য কোনও কর্মী সদস্য (এর মধ্যে সরবরাহকারী কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক বা ঠিকাদার পড়ে) সম্পর্কে সুরক্ষা প্রদান সংক্রান্ত উদ্বেগ বা অভিযোগ থাকে, যা ক্ষতির ধার্য করা থ্রেশহোল্ডের শর্ত পূরণ করে না, তাহলে সেই অভিযোগ বা উদ্বেগকে সংশ্লিষ্ট স্কুল বা কলেজের নিম্নস্তরের নীতি অনুযায়ী শেয়ার করতে হবে। আরও বিশদ বিবরণ KCSIE এর সম্পূর্ণ সংস্করণের চতুর্থ অংশে পাওয়া যাবে।

স্কুলে বা কলেজের মধ্যে সুরক্ষা ব্যবস্থার বিষয়ে উদ্বেগ থাকলে স্কুল বা কলেজের কর্মীদের কি করা উচিত

72. সমস্ত কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদেরকে অসন্তোষজনক বা অনিরাপদ যে কোনও ব্যবস্থা এবং স্কুল বা কলেজের সুরক্ষাবিধিতে সম্ভাব্য ব্যর্থতার বিষয়ে উদ্বেগ জানাতে পারা উচিত এবং এও জেনে রাখা উচিত যে এই ধরনের উদ্বেগগুলি ঊর্ধ্বতন দলীয় নেতৃত্ব গুরুত্ব সহকারে দেখবেন।

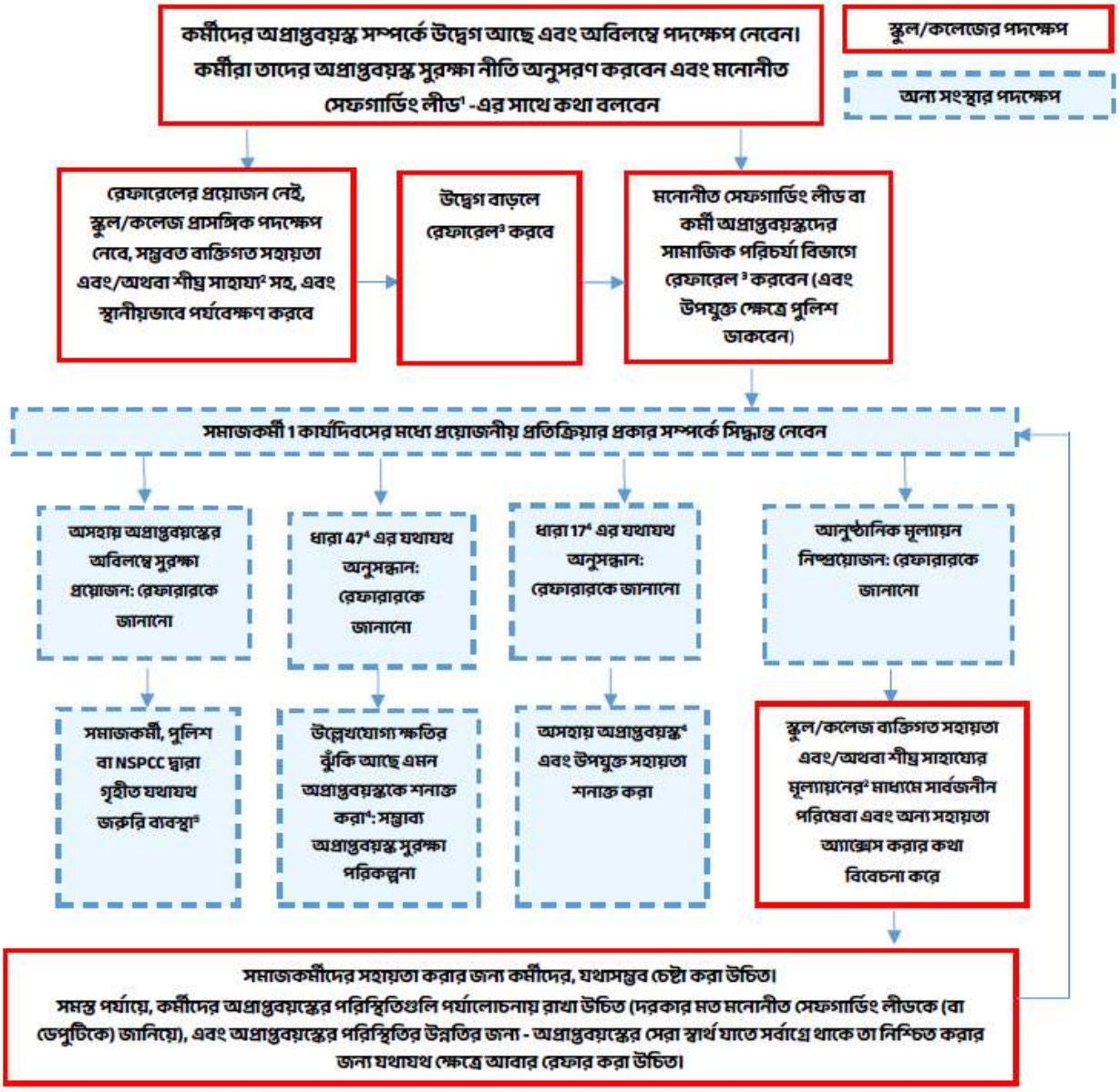
73. এই উদ্বেগগুলি স্কুল বা কলেজের ঊর্ধ্বতন দলীয় নেতৃত্বকে জানানোর জন্য যথাযথ হুইসেলব্লোয়িঙ পদ্ধতি থাকা উচিত।

74. যেখানে একজন কর্মী সদস্য তাদের নিয়োগকর্তার কাছে কোনও সমস্যা জানাতে অক্ষম হয় অথবা মনে করেন যে তাদের প্রকৃত উদ্বেগগুলির সমাধান করা হচ্ছে না, সেখানে হুইসেলব্লোয়িঙের অন্য দরজা তাদের কাছে খোলা রয়েছে:

- হুইসেলব্লোয়িং সম্পর্কিত সাধারণ পরামর্শ whistleblowing for employees (কর্মীদের জন্য হুইসেলব্লোয়িং)-এ পাওয়া যেতে পারে
- NSPCC Whistleblowing Advice Line (NSPCC হুইসেলব্লোয়িং অ্যাডভাইস লাইন) হল একটি বিকল্প ব্যবস্থা, যা সেই কর্মীদের জন্য উন্মুক্ত যারা অভ্যন্তরীণভাবে শিশু সুরক্ষা-সংক্রান্ত ব্যর্থতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না অথবা তাদের স্কুল বা কলেজে কোনো উদ্বেগ যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা নিয়ে শঙ্কিত। কর্মীরা 0800 028 0285 নম্বরে কল করতে পারেন – এই লাইনটি সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল 08:00 টা থেকে রাত 20:00 টা পর্যন্ত এবং সপ্তাহান্তে সকাল 09:00 টা থেকে সন্ধ্যা 18:00 টা পর্যন্ত খোলা থাকে। ইমেইল আইডিটি হল help@nspcc.org.uk[16]

[16] এছাড়াও, কর্মীরা এই ঠিকানাতেও লিখতে পারেন: National Society for the Prevention of Cruelty to Children(ন্যাশনাল সোসাইটি ফর দ্য প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েল্টি টু চিলড্রেন) (NSPCC), Weston House, 42 Curtain, Road, London.

চিত্র 1 ফ্লোচার্ট: যেখানে কোনো শিশুকে নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে সেখানে নেওয়া পদক্ষেপসমূহ



[1] সদস্যকর্মীর বিরুদ্ধে লাঞ্ছনার কোনও অভিযোগ বা উদ্বেগ সংক্রান্ত কিছু থাকলে এই KCSIE-এর সম্পূর্ণ সংস্করণের চতুর্থ ভাগ দেখুন।

[2] প্রারম্ভিক সাহায্য বলতে বাচ্চাদের জীবনে যেকোনও সময়ে সমস্যা দেখা দেওয়া মাত্রই তার সমাধান প্রদান করাকে বোঝানো হয়। যেখানে একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক সমন্বিত শীঘ্র সাহায্য থেকে উপকৃত হবে, সেখানে শীঘ্র সাহায্য আন্তঃসংস্থার মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা উচিত। Working Together to Safeguard Children (শিশুদের সুরক্ষিত রাখার জন্য একসাথে মিলে কাজ করা) লিঙ্কে প্রারম্ভিক সাহায্যের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রদান করেছে। [3] রেফারেলে স্থানীয় থ্রেশহোল্ড নথিতে এবং মূল্যায়নের জন্য স্থানীয় প্রোটোকলে লিপিবদ্ধ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা উচিত। Working Together to Safeguard Children (শিশুদের সুরক্ষিত রাখার জন্য একসাথে মিলে কাজ করা) দেখুন।

[4] চিলড্রেন অ্যাক্ট 1989 এর অধীনে, অসহায় অপ্রাপ্তবয়স্কদের সুরক্ষা ব্যবস্থায় ও তাদের কল্যাণ রক্ষার্থে তাদের পরিষেবা প্রদান করতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বাধ্য। চিলড্রেন অ্যাক্ট 1989 এর ধারা 17-র অধীনে অসহায় অপ্রাপ্তবয়স্কর মূল্যায়ন করা যেতে পারে। চিলড্রেন অ্যাক্ট 1989 এর ধারা 47 এর অধীনে, কোনও অপ্রাপ্তবয়স্ক ভুগছে বা যথেষ্ট ভোগার সম্ভাবনা রয়েছে সে বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সন্দেহ থাকার যুক্তিসংগত কারণ থাকলে অপ্রাপ্তবয়স্কদের কল্যাণ রক্ষার্থে ও সুরশ্রা ব্যবস্থার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে কিনা তা নির্ধারণ করতে অনুসন্ধান করা তাদের কর্তব্য। বিশদ বিবরণ এখানে Working Together to Safeguard Children (শিশুদের সুরক্ষিত রাখার জন্য একসাথে মিলে কাজ করা)-এ দেখানো হয়েছে।

[5] এতে এমার্জেন্সি প্রোটেকশন অর্ডার অর্থাৎ জরুরি সুরক্ষা আদেশের (EPO) জন্য আবেদনও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে